সংবাদ

তারিখ 2 8 APR 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার্থী ঝরেপড়া বন্ধ করার লক্ষ্যে কতিপয় প্রস্তাব

সরকারের নানা উদ্যোগের পরেও প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজে শিক্ষার্থী ঝরেপড়ার
হার আশানুরূপ কমছে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর
(ব্যানবেইস) প্রকাশিত তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে সহযোগী দৈনিক গত শনিবার জানিয়েছে,
এখনও প্রাথমিকে ২৬ দশমিক ২ ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। এর মধ্যে মেয়েদের চেয়ে
ছেলেদের ঝরেপড়ার সংখ্যা বেশি। আর মাধ্যমিকে প্রায় ৪৬ ভাগ এবং কলেজ পর্যায়ে
প্রায় ২২ ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে।

এতে দেখা গেছে, প্রাথমিকে ছেলেদের ঝরেপড়ার সংখ্যা বেশি হলেও মাধ্যমিক ও
কলেজে মেয়েদের ঝরে পড়ার সংখ্যা বেশি।

শিক্ষার্থী ঝরেপড়ার এই চিত্র নিঃসন্দেহে উদ্বেগের তবে এক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক
দিক হলো এই ব্যানবেইসের হিসাবেই ২০০৮ এ এই ঝরেপড়ার হার ছিল প্রায় ৫০
ভাগ। সুতরাং এ থেকে এই ঝরে পড়ার হার প্রায় ২৪ ভাগ কমেছে। এক্ষেত্রে
সরকারের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তবে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের
শাসনতান্ত্রিক অধিকার। স্বাধীনতার প্রায় ৪২ বছর পরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার
শতভাগ বন্ধ হওয়াটাই প্রত্যাশিত।

প্রাথমিকে যে ২৬ দশমিক ২ ভাগ ঝরে পড়ছে তার মধ্যে ছেলেদের ঝরে পড়ার হার
২৮ দশমিক ৩ ভাগ। মেয়েদের ঝরেপড়ার হার ২৪ দশমিক ২ ভাগ। এছাড়া
ঝরেপড়ার হারে স্থানভিত্তিক বৈষম্যও লক্ষণীয়। প্রাথমিক শিক্ষায় সবচেয়ে বেশি ঝরে
পড়ছে ভোলায়। সেখানে ৪২ ভাগ ছেলে ও ৩৫ ভাগ মেয়ে ঝরে পড়ছে। সবচেয়ে কম
ঝরে পড়ছে ঠাকুরগাওয়ে। ছেলে ১২ ভাগ ও ১৪ ভাগ মেয়ে।

আরও লক্ষণীয়, প্রাথমিক পর্যায়ে ছেলেদের ঝরেপড়ার হার বেশি হলেও মাধ্যমিক
ও কলেজ পর্যায়ে এই চিত্র তার ঠিক উল্টো। আর ছেলেমেয়ে মিলে এখানে শিক্ষার্থী
ঝরেপড়ার হারও বেশি। যেমন ব্যানবেইস বলছে, মাধ্যমিক পর্যায়ে এখনও ৪৬
দশমিক ৭০ ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে যাচ্ছে। এর মধ্যে ৪০ দশমিক ৪৪ ভাগ ছেলে এবং
৫১ দশমিক ৮৩ ভাগ মেয়ে। সুতরাং মেয়েদের এখানে বেশি ঝরেপড়ার কারণ হিসেবে
অন্য কারণের মধ্যে আমাদের চলমান সমাজ বাস্তবতারও একটি চিত্র ফুটে উঠছে।
অর্থাৎ এখনও অল্পতেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। বাল্যবিবাহ এখনও আশঙ্কাজনক
অবস্থায় রয়েছে।

এছাড়াও আমরা মনে করি, অভিভাবকদের সচেতনতা ও উপবৃত্তির কারণে প্রাথমিকে
ঝরেপড়ার হার কমছে। মাধ্যমিক ও কলেজ স্তরেও প্রাথমিকের মতো দৃশ্যমান
পরিবর্তন আনা হলে এ স্তরেও মেয়েদের ঝরেপড়ার হার কমে যাবে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট
মহল ভাববেন।

এছাড়াও মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তির নীতিমালায় যে শর্তারোপ করা হয়েছে তাতে
দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের বৃত্তি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে বৃত্তি না পাওয়ার
কারণে স্কুলে আসছে না মাধ্যমিক ও কলেজে যাওয়ার উপযোগী মেয়েরা। এ কারণেই
এই দুই স্তরে মেয়েদের ঝরেপড়ার হার ছেলেদের চেয়ে বেশি। আমাদের এই
পর্যবেক্ষণ ও নির্দিষ্টাকারে সমস্যা চিহ্নিত করার বিষয়টি প্রত্যাশা করব সংশ্লিষ্ট
কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় নেয়া হবে।

এটি প্রমাণিত হয়েছে, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরেপড়া ঠেকাতে স্কুল ফিডিং
ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। আমাদের হিসাবে এখন পর্যন্ত ৪১ শতাংশ প্রাথমিক
বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং চলছে। সেখানে ঝরেপড়ার হার একেবারেই নিম্ন পর্যায়ে। এই
স্কুল ফিডিং শতভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিশ্চিত করতে হবে। এটি সম্ভব। একদিকে
কমিউনিটি উদ্যোগ অন্যদিকে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ করপোরেট হাউজগুলোর
সিএসআরে যে অর্থের তহবিল রয়েছে তা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিংয়ের ব্যয়ে
কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার ভিত জাতির মেরুদণ্ডের
ভিত্তি। শিশুদের ৮ ঘণ্টা স্কুলে আনন্দের মধ্যে আটকিয়ে রাখতে হলে স্কুল ফিডিং
নিশ্চিত করতেই হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের এই প্রস্তাব বিবেচনার দাবি রাখে।
বিশ্বব্যাংকও ঝরেপড়া রোধে কিছু সুপারিশ করেছে। যা অত্যন্ত বাস্তবভিত্তিক। সরকার
এগুলো নিয়ে ভাবতে পারে।